মন্ত্রীদের ব্যস্ততা

দিনের কাজ : ডিনার পার্টি, বিবাহোৎসব, উদ্বোধন

বছরে খরচ ৮৪ কোটি টাকা

রিপোর্ট করেছেন : **জয়ন্ত আচার্য**

ঘটনা এক : ফ্যান্টাসি কিংডমের উদ্বোধন করা হয় তিনবার। প্রথমবার উদ্বোধন করে খুলে দেয়া হয় জনসাধারণের জন্য। রোলার কোস্টার তখনও চালু করা হয়নি। এর কয়েক মাস পরে আবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফ্যান্টাসি কিংডম। বলা হয়, রোলার কোস্টার উদ্বোধন করা হবে। একটি রাইড চালু করার জন্য আবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা তখন খুঁজে পাওয়া যায়, যখন দেখা যায় কার্ডে চার বাঘা মন্ত্রীর তালিকা। দুর্ভাগ্যবশত খালেদা জিয়ার নির্দেশে ঐ দিন তাদের সংসদে উপস্থিত থাকতে হয়। কারণ জাতির জনকের নিরাপত্তা রহিতকরণ বিল পাস হবে। ২৩ এপ্রিল আবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফ্যান্টাসি কিংডম। কোনো কারণ ছাড়াই চার মন্ত্রী হাজির হন সেই অনুষ্ঠানে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া, যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা, তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। অনুষ্ঠানে বক্তৃতাও দিয়েছিলেন চার মন্ত্রী। তবে আগত দর্শকদের কোনোভাবেই বোঝাতে পারেননি তাদের আসার যৌক্তিকতা।

ফ্যান্টাসি কিংডম কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই তৃতীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিতে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন 'ম' আদ্যক্ষরযুক্ত এক মন্ত্রীর হাতের স্পর্শেই মূল উদ্বোধন হবে। এ ব্যাপারে কিছুক্ষণ মন্ত্রীদের নিয়ে টানাটানি করা হয়। সবশেষে মান্নান ভুঁইয়ার কৃপায় অনুষ্ঠানটি সমাপ্তির মুখ দেখে। অবশ্য মান্নান ভুঁইয়া অথবা অন্য মন্ত্রীরা যখন এই নাটকের মধ্যে ছিলেন, তখন ফ্যান্টাসি কিংডমের অন্যান্য রাইড উন্মুক্ত ছিল। বাচ্চারা দেদারসে খেলা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই হলো চার মন্ত্রীর উদ্বোধনের এক নমুনা।

ঘটনা দুই : চঞ্চলা আশেক। একজন চিত্রশিল্পীর নাম। আপনিও হয়তো কখনই তার নাম শোনেননি। না শোনাটাই স্বাভাবিক। শখ করে ছবি আঁকেন। শিল্পীরাও তাকে চেনেন না। এরিয়াল সেন্টারে ২৬ এপ্রিল এই শিল্পীর একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে দু'জন মন্ত্রী ছুটে গেলেন। একজন পূর্ণ, অপর জন প্রতি। খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমান। মন্ত্রীদের নিরাপত্তা দিতে ছুটলো পুলিশের গাড়ি। নাম না জানা এক শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দুই মন্ত্রী ২ ঘণ্টা ব্যস্ততম সময় কাটালেন।

মন্ত্রীরা ব্যস্ত, খুবই ব্যস্ত। অনেক 'গুরুত্বপূর্ণ' কাজে তাদের এভাবে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। ব্যস্ততার দু'টি নমুনা হলো এই। এখানেই শেষ নয়, বিয়ে বা ডিনার পার্টিতে যোগ দিতে মন্ত্রীরা প্রতিদিন ছুটে যাচ্ছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আমরা এখন গণতন্ত্রের যুগে বাস করছি। গণতান্ত্রিক সরকার মানে তো জনগণের সরকার। মন্ত্রীরা, রাজনীতিবিদরা যতো বেশি জনগণের কাছাকাছি যাবেন ততই তো মঙ্গল! দেশের জন্য ভালো। জনগণের জন্যও ভালো। বিষয়টি এভাবে ভাবা যেতে পারে। তবে ভাবা যায় অন্য ভাবেও। বর্তমান জোট সরকার ৬০ সদস্যের একটি বিশাল মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। এই ৬০ মন্ত্রী ছাড়াও মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রী পদমর্যাদায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন আরো ১৮ জন।

বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। দেশের মানুষগুলো শীর্ণ-দরিদ্র। অর্থনীতি অনুর্বর, দুর্বল- দেশের মানুষগুলোর মতোই। এই দরিদ্র মানুষের অর্থেই চলে একটি দেশ। এই দরিদ্র মানুষের ভোটেই নির্বাচিত হয়ে গঠিত হয় সরকার, জন্ম নেয় মন্ত্রীরা। সেই রাজনীতিবিদ মন্ত্রী হয়ে ভুলে যায় দরিদ্র মানুষগুলোর কথা। রাষ্ট্র ক্ষমতার সাপোর্ট নিয়ে আগারওয়ালরা শত কোটি টাকা নিয়ে চলে যান দেশ ছেড়ে, নির্বিঘ্নে। শত শত কোটি টাকা ঋণ নিয়ে সালমান রহমান, আব্দুল আউয়াল মিন্টুরা হয়ে যান রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার। টাকা দেয়ার কথা তারা ভুলে যান, ভুলে যায় রাষ্ট্রও। লাভবান হন কিছু রাজনীতিবিদ-আমলা-মন্ত্রী। আর তিন হাজার টাকা ঋণ ফেরত দিতে না পারায় কৃষকের

দেশের ক্রমবর্ধমান অবনতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রীদের কোনো চিন্তা-ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। নেই কোনো কর্মতৎপরতা, উচ্চবাচ্য। অথচ ৬০ সদস্যের মন্ত্রিসভা পুষতে প্রতিবছর কোষাগার থেকে প্রায় ৮৪ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। ৫ বছরে খরচ ৪২০ কোটি টাকা। জনমানুষের এই বিপুল অর্থে পালিত মন্ত্রী কি কাজ করছেন?

হালের বলদটি কেড়ে নেয় রাষ্ট্র। সেই ছোট্ট এই রাষ্ট্রটির বিশাল মন্ত্রী বাহিনী কী কাজ করছেন? কতোটা ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন তারা? লেখার শুরুতে মন্ত্রীদের ব্যস্ততার দু'টি উদাহরণ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে মন্ত্রীরা শুধু উদ্বোধন, বিয়ের অনুষ্ঠান এবং ডিনার পার্টিতে যোগ দিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। এর বাইরেও তারা হয়তো আরো কিছু কাজ করছেন। তবে বিস্ময়কর হলেও একথা সত্যি, মন্ত্রীদের বাহ্যিক কাজের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বিয়ে, ডিনার পার্টি আর উদ্বোধনের মতো কাজ। জনগণের মন্ত্রী জনগণের অনুষ্ঠানে যাবেন, এতে হয়তো দোষের কিছু নেই। কিন্তু তার সম্ভবত একটা সীমা থাকা প্রয়োজন। এই সীমা অতিক্রম করে গেলেই দেখা দেয় নানাবিধ প্রশ্ন। এতো মন্ত্রী কী প্রয়োজন আছে? প্রশ্নটি সাধারণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের ক্রমবর্ধমান অবনতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রীদের কোনো চিন্তা-ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। নেই কোনো কর্মতৎপরতা, উচ্চবাচ্য। অথচ ৬০ সদস্যের মন্ত্রিসভা পুষতে প্রতিবছর কোষাগার থেকে প্রায় ৮৪ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। ৫ বছরে খরচ ৪২০ কোটি টাকা। জনমানুষের এই বিপুল অর্থে পালিত মন্ত্রী কি কাজ করছেন? বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত সেই কার্যতালিকার দিকে চোখ ফেরানো যাক।

কার্যতালিকা : ডিনার পার্টি, বিবাহোৎসব, উদ্বোধন

সরকারের এক ব্যস্ত মন্ত্রীর নাম আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে ঝড়ের গতিতে। আর তিনি বলছেন, 'বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সরকারের কাজ নয়।' এই মহান বাণীদাতা মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ৮ আগস্ট রাতে বাংলাদেশ বিমানের বিজি-০৬৭ চড়ে চট্টগ্রামে যান। তিনি ৯ আগস্ট বিকালে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে চট্টগ্রামের দাউদকান্দি সমিতির অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সন্ধ্যায় বিজি-৬২০ বিমানে চড়ে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। রাতে গুলশানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সস্ত্রীক নৈশভোজে যোগ দেন। বাণিজ্যমন্ত্রী ১০ আগস্ট সকাল ১১টায় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গিয়েছিলেন মৎস্য পক্ষের উদ্বোধন করতে। বিকালে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় সভাপতিত্ব করেন। যদিও এই সভার পর বাজারে দ্রব্যমূল্যের ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া পড়েনি। দ্রব্যমূল্য বেড়েই চলেছে। রাতে তিনি ভারতের বিদায়ী ডেপুটি হাইকমিশনারের বিদায়ী অভ্যর্থনায় যোগ দেন। তিনি চট্টগ্রামের সিটি করপোরেশনের কমিশনারদের জন্য সিটি করপোরেশন প্রশাসন অবহিতকরণ কোর্সের ১১ আগস্ট সকাল সোয়া ৯টায় উদ্বোধন করেন আগারগাঁওয়ের জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট। রাতে তিনি বিডিআর পিলখানার দরবার হলে ব্যারিস্টার কামাল উদ্দীন সিদ্দিকীর ছেলের বিবাহোৎসবে যোগদান করেন সস্ত্রীক। ১২ আগস্ট তিনি একটি মাত্র অনুষ্ঠানে যোগ দেন। রাতে হোটেল সোনারগাঁও বলরুমে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের চীফ এক্সিকিউটিভের ডিনারে যান। বাণিজ্যমন্ত্রী দাঁতের ব্যথায় ভুগছেন। এ কারণে ১৩ আগস্ট দুপুরে তিনি শরণাপন্ন হন ডেন্টাল চিকিৎসকের। রাতে তিনি কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের বিদায়ী সংবর্ধনায় যান। এ রাতেই তার সেনাকুঞ্জে বদরুজ্জামান খসরুর ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে দাওয়াত ছিলো।

বাণিজ্যমন্ত্রী ১৪ আগস্ট জনৈক রেজা আলীর প্রদত্ত ডিনার পার্টিতে গিয়েছিলেন। উত্তরার ৬নং সেক্টরের ১৪ নং রোডের ২২ নম্বর বাসায়। তিনি ১৫ আগস্ট শিল্পকলা একাডেমীতে চিত্রকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ১৬ আগস্ট ছিল শুক্রবার। তবু তিনি বিকালের পর ছিলেন ভীষণ ব্যস্ত। বিকালে হোটেল শেরাটনের বলরুমে ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড টেকনোলজিস্টদের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন। সন্ধ্যার পর তার কার্যতালিকায় তিনটি বিয়ের দাওয়াতে যোগদানের কর্মসূচি ছিল। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ৯ আগস্ট থেকে ১৬ আগস্ট ৮ দিনে ৫টি বিবাহোৎসবে যোগ দিয়েছেন। বিদায়ী সংবর্ধনায় যোগদান ও ডিনার পার্টি সাতটিতে যোগ দিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সভা করেছেন মাত্র দুইটি।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভুঁইয়া। তিনি বিএনপি'র মহাসচিব। এ কারণে হয়তো রাষ্ট্রীয় কাজ বাদে গণসংযোগ ও সামাজিক অনুষ্ঠানেই বেশি যোগ দিতে হয়। আমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয় নানা প্রতিষ্ঠানের।

মন্ত্রী ২৮ জুলাই সচিবালয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ দেন। ২৯ জুলাই তিনি সচিবালয়ে কাটিয়েছেন। এলজিআরডি মন্ত্রী ৩০ জুলাই সকাল ১১টায় ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সভায় অতিথি ছিলেন। সন্ধ্যায় তিনি মরক্কোর রাজার সিংহাসন লাভের ৩য় বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ৩১ জুলাই সন্ধ্যায় তিনি চায়না দূতাবাসে চীনের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা

দপ্তরবিহীন মন্ত্রী মুন্নু

জাতীয় সংসদের ৬০ সদস্যবিশিষ্ট বিশাল মন্ত্রিসভায় এখন দপ্তরবিহীন হারুনার রশিদ খান মুন্নু।

মন্ত্রিসভা গঠনের নয় মাস পরেও তিনি দপ্তর পাননি। দপ্তর না থাকার কারণে তার নির্দিষ্ট কাজ নেই। সচিবালয়ে অফিস নেই। অথচ রয়েছে পূর্ণ মন্ত্রীর সকল সুযোগ-সুবিধা। তিনি গাড়ি পেয়েছেন। সিকিউরিটি পাচ্ছেন। নিয়োগ পেয়েছেন তার পিএস, এপিএস। দপ্তর না থাকায় তাদেরও কাজ নেই। মাস গেলে বেতন তুলছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হারুনার রশিদ খান মুন্নু শুধু মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে যান। মাঝে মাঝে যান রাষ্ট্রীয় প্রটোকল অনুযায়ী বিদেশী অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে। অংশ নেন রাষ্ট্রীয় অতিথিদের সম্মানে দেয়া ডিনার পার্টিতে। এগুলোই তার রাষ্ট্রীয় কাজ। তবে তিনি প্রতি সপ্তাহে নির্বাচনী এলাকা যান বলে তার এপিএস জানিয়েছেন। তার দপ্তরবিহীন অবস্থায় দীর্ঘদিন মন্ত্রী থাকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। মন্ত্রিসভা গঠনের সময় আরো একজন প্রতিমন্ত্রী দপ্তরবিহীন ছিলেন। তিনি রেদোয়ান আহম্মেদ। মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পেলেন। দায়িত্ব পেয়ে তিনি ভালোই আছেন। বঞ্চিত হলেন শুধু হারুনার রশিদ খান মুন্নু। জানা গেছে, হারুনার রশিদ খান মুন্নুও বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ। মানিকগঞ্জে দলীয় অন্তর্কোন্দল তাকে বেশ কোণঠাসা করে রেখেছে। এ কারণে তিনি মুখ খুলতে পারছেন না দপ্তরের দাবিতে।

তার মুখ বন্ধ দেখে প্রশ্নটি তাকে করা যাচ্ছে না। কিন্তু সরকার প্রধান উত্তর দেবেন কী, জনগণের ১ কোটি ২০ লাখ (এ পর্যন্ত) টাকা খরচ করে এই অসহায় মন্ত্রীটি আপনার পুষবার কেন প্রয়োজন পড়ল? এর পেছনে আপনাদের কি হিসাব আছে বা থাকতে পারে?

সরকার প্রধান উত্তর দেবেন কী, জনগণের ১ কোটি ২০ লাখ (এ পর্যন্ত) টাকা খরচ করে এই অসহায় মন্ত্রীটি আপনার পুষবার কেন প্রয়োজন পড়ল? এর পেছনে আপনাদের কি হিসাব আছে বা থাকতে পারে?

৬০ মন্ত্রী পুষতে বছরে ৮৪ কোটি টাকা

দেশে এখন ৬০ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা। এ মন্ত্রিসভায় ২৭ জন দপ্তরপ্রাপ্ত পূর্ণ মন্ত্রী রয়েছেন। একজন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী। ২৮ জন প্রতিমন্ত্রী। চারজন উপমন্ত্রী। বর্তমান সরকারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন এম সাইফুর রহমান। তার অর্থভান্ডার থেকে এ মন্ত্রীদের ব্যয় মিটাতে প্রতি মাসে ৭ কোটি টাকা গুনতে হচ্ছে। এ ব্যয়ভার বহন করতে তিনি জনগণের ওপর অতিরিক্ত কর চাপিয়েই যাচ্ছেন। তিনি অলাভজনক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধের জন্য নানা পদক্ষেপ নিচ্ছেন। বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না করে বন্ধ করে দিচ্ছেন সরকারি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। বলেছেন কৃচ্ছ্রতা সাধনের কথা। অথচ বিশাল এই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি বাক্যও বলছেন না। মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের বেতন-ভাতা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে প্রথম '৭৩ সালে আইন পাস হয়। সে সময় আইনটির শিরোনাম দেওয়া হয় 'দ্যা মিনিস্টারস, মিনিস্টারস অব স্টেট অ্যান্ড ডেপুটি মিনিস্টারস (রিমুনেরেশান এন্ড প্রিভিলেজেস)। পরবর্তী সময় একাধিকবার আইনটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্ধন করা হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে আইনটির সর্বশেষ সংশোধনী আনা হয় গত বছর ২৬ জানুয়ারি। বর্তমান মন্ত্রীদের অধিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে একটি খসড়া বিল সংসদে উত্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমান আইন অনুসারেই একজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং তার পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন।

বর্তমান সরকারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন এম সাইফুর রহমান। তার অর্থভান্ডার থেকে এ মন্ত্রীদের ব্যয় মিটাতে প্রতি মাসে ৭ কোটি টাকা গুনতে হচ্ছে। এ ব্যয়ভার বহন করতে তিনি জনগণের ওপর অতিরিক্ত কর চাপিয়েই যাচ্ছেন। তিনি অলাভজনক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধের জন্য নানা পদক্ষেপ নিচ্ছেন। বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না করে বন্ধ করে দিচ্ছেন সরকারি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। বলেছেন কৃচ্ছ্রতা সাধনের কথা। অথচ বিশাল এই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি বাক্যও বলছেন না

একজন পূর্ণ মন্ত্রী ১৮ হাজার টাকা বেতন পান। তিনি পান একজন পারসোনাল সেক্রেটারি। ডেপুটি সেক্রেটারি র‍্যাংকের। মন্ত্রীর সঙ্গে তার সেক্রেটারিও একটি গাড়ি পান। তার সুযোগ-সুবিধার তালিকাও বেশ বড়। তিনি পান প্রতিদিন গাড়িতে সাড়ে ছয় লিটার তেল খরচের সুযোগ। কোয়ার্টারে টেলিফোন, সচিবালয়ে অফিস। পূর্ণমন্ত্রী নিকটজনের মধ্যে এপিএসও নিয়োগ দিতে পারবেন। তার এপিএসও পান বাড়ি, গাড়ির সুযোগ।

একজন মন্ত্রী সরকারের কাছ থেকে দামী একটি গাড়ি পান। এ গাড়ির জ্বালানি ও মেরামত খরচ সরকারি কোষাগার থেকে মেটানো হয়। সরকারের সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয় মন্ত্রীদের বাড়ি খরচে। একজন পূর্ণমন্ত্রী বাসভবন সজ্জিত করতে এক লাখ টাকা খরচ করতে পারেন। বাসভবনের বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন বিল মেটানো হয় সরকারি কোষাগার থেকে। যদি মন্ত্রী সরকারি বাড়ি না পান, তাহলে তিনি পছন্দমতো বাড়ি ভাড়া করতে পারবেন। ভাড়া বাবদ তিনি সরকারের কাছ থেকে ১৭ হাজার ৫০০ টাকা পাবেন। ভাড়া বাড়ির নিরাপত্তার ব্যয় সরকার বহন করবে। তিনি ভাড়া বাড়িতেই সরকারি খরচে নিরাপত্তা শেড নির্মাণ করতে পারবেন। এ শেড নির্মাণে ৪০ হাজার

বার্ষিকীতে যোগ দেন।

এলজিআরডি মন্ত্রীর মতো ব্যস্ত এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জিয়াউল হক জিয়া। তিনি ব্যস্ত উদ্বোধন ও বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করতে। প্রতিমন্ত্রী ২৩ জুলাই সকালে সচিবালয়স্থ মন্ত্রিপরিষদ সভায় শহীদ জিয়া স্মৃতি কমপ্লেক্স সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কামটির সভায় যোগ দেন। এদিন সন্ধ্যায় অতিথি হিসেবে মিসরের জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি ২৪ জুলাই সকালে বিশেষ যোগ দেন। সন্ধ্যায় প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিকীর মেয়ের বিয়েতে যোগ দেন। প্রতিমন্ত্রী ২৮ জুলাই এলজিইডি মিলনায়তনে নারী উদ্যোগ কেন্দ্র আয়োজিত সেমিনারে যোগ দেন। বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির অভিষেক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির পদটি অলঙ্কৃত করেন। এ অনুষ্ঠানে যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা প্রধান অতিথি ছিলেন। জিয়াউল হক জিয়া শিশু একাডেমী

ডাক ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী আহসানুল হক মোল্লা ওরফে পঁচা মোল্লা গত মাসের ৩ জুলাই থেকে ৯ জুলাই সপ্তাহব্যাপী তার নির্বাচনী এলাকা সফর করেন। এ সফরকালে তিনি তার এলাকায় ৮টি পোস্ট অফিস উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধন করেছেন প্রাথমিক স্কুল, মাদ্রাসা ভবন। ৬ জুলাই দৌলতপুর সাংবাদিক সমিতির নতুন ফ্যাক্স মেশিনও তিনি উদ্বোধন করেন। পুরো সপ্তাহ তিনি ব্যস্ত ছিলেন গাছ লাগানো ও উদ্বোধন করতে

অতিথি হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন অডিটোরিয়ামে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে মিলনায়তনে ৩১ জুলাই বিআরডিবি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন। তিনি ১ আগস্ট ছুটে যান কক্সবাজারে কর্মশালা উদ্বোধনে । তিনি এ দিন কক্সবাজার আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রকল্পের কর্মশালা উদ্বোধন করেন। এর কোনটি কি ধরনের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ- সেটা পাঠকের কাছেও স্পষ্ট না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা। ইটিভি সংবাদে প্রায় দিনই তিনি সাক্ষাৎকার দেন। বিষয় প্রায় একই ধরনের। মনোরেল, ইলেকট্রনিক রেল, সিএনজি। তিনি প্রতি কর্মদিবসে তিনটার পর সাংবাদিকদের সময় দেন। তাদের তিনি শুধু পরিকল্পনার কথা জানান। গত মাসের শেষ সপ্তাহের কার্যতালিকা ছিল এরকম : ২৬ জুলাই সন্ধ্যায় তিনি সস্ত্রীক গিয়েছিলেন মোরশেদ আলমের ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে। বিডিআর দরবার হলে। পরের দিন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ৭ম সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। ২৮ জুলাই বিকালে প্রেসক্লাবে যাত্রী কল্যাণ সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেকে তিনি যোগ দেন। তিনি ৩০ জুন সন্ধ্যায় মরক্কোর দূতাবাসে মরক্কোর সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের তৃতীয় বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত

টাকা খরচ করতে পারবেন। তিনি ট্রেনে ভ্রমণ করলে দুই কিংবা চার শয্যার এয়ারকন্ডিশন কম্পার্টমেন্ট রিজার্ভ পাবেন। লঞ্চে ভ্রমণের জন্যও তিনি পাবেন বিশেষ সুযোগ। একজন মন্ত্রী জনস্বার্থে হেলিকপ্টারের রিকুইজিশন দিতে পারবেন। তিনি পাবেন বিমানেরও বিশেষ সুযোগ। বিমানে তার ইন্স্যুরেন্স সুযোগ থাকবে। তিনি বছরে পাঁচ লাখ টাকা বিমান ভাড়া বাবদ খরচ করতে পারবেন। প্রয়োজনে এ সীমা আরো বেশি হতে পারে। তিনি চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারবেন। বাসভবনের জন্য একজন মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন। বাসায় তিনি সাতজন ব্যক্তিগত স্টাফ রাখতে পারবেন। তিনি ছয়জন পুলিশ রিক্রুটি হিসাবে পান। তার অফিস ও বাড়িতে আপ্যায়ন খরচের ব্যয় সরকার বহন করে। একজন পূর্ণ মন্ত্রী দুই লাখ টাকা বছরে অনুদান পান। এ টাকা তিনি সমাজসেবা কাজে দান করতে পারেন।

পূর্ণ মন্ত্রীর মতো একজন প্রতিমন্ত্রী সুযোগ-সুবিধা পান। শুধু তিনি বার্ষিক অনুদান পান কম। এক লাখ টাকা। উপমন্ত্রী বেতন পান ১২ হাজার টাকা। তারও একজন সেক্রেটারি থাকে। তিনি চারজন কর্মচারী রাখতে পারেন। বার্ষিক অনুদান পান এক লাখ টাকা। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী একজন গণসংযোগ অফিসার পান। প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রীর পেছনে সরকারের অন্য সব সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান।

পূর্ণ মন্ত্রী ঢাকার ভেতরে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে গাড়ি হাঁকাতে পারেন। রাজধানীতে বের হলে তাকে একটি পুলিশের গাড়ি নিরাপত্তা দেয়। গাড়িতে থাকে চারজন প্রহরী। রাজধানীর যানজট তাকে স্পর্শ করে না। প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী রাজধানীর বাইরে এ সুযোগ পান।

হিসাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সরকারের একজন মন্ত্রীর পেছনে গড়ে মাসে দশ থেকে বারো লাখ টাকা খরচ হয়। ৬০ জন মন্ত্রীর পেছনে খরচ ৭ কোটি টাকা। বছরে ৮৪ কোটি টাকা। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০০-২০০১ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় মন্ত্রীদের ব্যয়ভার ২৫ ভাগ বেশি হয়েছে ৬০ সদস্যের মন্ত্রিসভা হবার জন্য। এরপরও সরকার মন্ত্রী ও এমপিদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য খসড়া বিল তৈরি করেছে। এ বিলে বাড়ানো হয়েছে বেতন, আর্থিক অনুদান, গাড়ি ও বাড়ির সুযোগ-সুবিধা। প্রতিকূল পরিবেশের কারণে বিলটি সরকার সংসদে তুলছে না।

শুধু মন্ত্রী নয়, দরিদ্র এ দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্যও খরচ হয় বিশাল অঙ্কের অর্থ। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, একজন প্রধানমন্ত্রী ২২ হাজার টাকা বেতন পান। প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতার জন্য নিযুক্ত থাকেন যুগ্ম সচিবের পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন সচিব। উপ-সচিবের পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিগত সচিব। দু'জন স্পেশাল সিকিউরিটি অফিসার। তিনজন ব্যক্তিগত সহযোগী। তিনি পান ব্যক্তিগত চিকিৎসক, হাউজকিপার, ফটোগ্রাফার, জমাদার, এমএলএসএস, খিদমতগার, কুক, খালাসি, হাউজ ক্লিনার, মালি। তার স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স তো রয়েছেই। সবকিছু মিলে একজন প্রধানমন্ত্রীর পেছনে পাঁচ বছরে দুইশ' কোটি টাকা খরচ হয়।

একজন সংসদ সদস্যের সুযোগ-সুবিধাও কম নয়। একজন সংসদ সদস্য একটি ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি কিনতে পারেন। প্রাইভেট কার হলে ১৩০০ সিসি পর্যন্ত। জিপ হলে আনলিমিটেড। পূর্বে নিয়ম ছিলো, ট্যাক্স ফ্রি গাড়ির সুবিধা একজন এমপি একবারই পাবেন। এখন প্রতিবার এমপি হবার পর ট্যাক্স ফ্রি গাড়ির সুযোগ পাচ্ছেন। একজন সংসদ সদস্য টেলিফোন বিলসহ ১৮ হাজার টাকা বেতন পান। বছরে ভ্রমণ ফি পান ৩০ হাজার টাকা। তিনি বছরে ঐচ্ছিক অনুদান পান ৭৫ হাজার টাকা। এ টাকা তিনি সমাজসেবা কাজে ব্যয় করতে পারেন। সংসদ সদস্যের ঢাকায় বাড়ি না থাকলে থাকার জন্য এমপি হোস্টেল পান। সংসদ সদস্য ও স্ত্রী পান লাল পাসপোর্টের বিশেষ সুবিধা। বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির সদস্য হবার সুযোগে তিনি পান বিশেষ ভাতা। গড়ে একজন এমপিকে সুযোগ-সুবিধা দিতে সরকারের মাসে পাঁচ লাখ টাকা খরচ হয়। ৩০০ এমপির পেছনে খরচ হয় মাসে ১৫ কোটি টাকা। বছরে ১৮০ কোটি। পাঁচ বছরে ৯০০ কোটি টাকা। এ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হলেও সংসদে কোরাম পূরণ হয় না। নির্ধারিত সময়ের পরে সংসদ শুরু করতে হয়। হিসাব কষে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপিদের সুযোগ-সুবিধা দিতে একটি সরকারের আমলে পনেরশ' কোটি টাকা খরচ হয়। এ টাকার বিনিময়ে দরিদ্র জনগণ কি পায়?

অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী। জোটের জামায়াতের কোটায় তিনি পূর্ণ মন্ত্রী। তবে মন্ত্রী হবার পরও তিনি পূর্ণ মাত্রায় দলীয় কার্যক্রমে সময় দিচ্ছেন। করে চলছেন দলের পৃষ্ঠপোষকতা। মন্ত্রিসভা গঠনের পর তিনি ৯ মাসে ৫ বার দেশের বাইরে গেছেন। তিনি ফিলিপাইন গিয়েছেন আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউশনের আমন্ত্রণে। জেদ্দা গিয়েছেন রাবেতার সম্মেলনে। ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন ইসলামী ফোরাম ইয়্যুথ সম্মেলনে। বন্যাকালীন তিনি ১৩ দিন ইংল্যান্ডে কাটিয়ে ৬ আগস্ট দেশে ফিরেছেন। পরের দিন ৭ আগস্ট গাজীপুরে গিয়েছেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ডাল জাতীয় ফসলের ওপর ওয়ার্কশপ উদ্বোধনে। তিনি ৮ আগস্ট তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গভর্নিং বডির সভা করেছেন। ৯ আগস্ট সকালে জামায়াতের সভায় যোগ দিয়েছেন। তিনি ১৩ আগস্ট পাবনা গিয়েছিলেন। মতিউর রহমান নিজামী ১৭ আগস্ট ইসলামী এডুকেশন সোসাইটির অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বিকালে যান ছাত্রশিবির কর্মসূচিতে।

তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম কর্মদিবসে সচিবালয়েই কাটান। তার দ্বার প্রায় সবার জন্য উন্মুক্ত। এ কারণে ভিড় তথ্য মন্ত্রণালয়ে সবসময় থাকে। সচিবালয়ে এসেই বিভিন্ন সংগঠন তার সঙ্গে বৈঠক করে যায়। তিনি ১১ আগস্ট মন্ত্রণালয়েই বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব স্টাফ শিল্পী সমিতির সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি ৮ আগস্ট বিলুপ্ত টাইমস বাংলা ট্রাস্ট পুনঃপ্রকাশ সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে তথ্য মন্ত্রণালয়ে বৈঠক করেন।

তিনি ৯ আগস্ট যশোরে যান বিমানে। এ দিন যশোরে প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য বাসে আসন সংরক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। বিকালে যশোর ইনস্টিটিউটের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ১০ আগস্ট নড়াইলে যান। নড়াইলে তিন দিনব্যাপী বরেণ্য চিত্রশিল্পী এসএম সুলতানের ৭৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্বোধন করেন। পরে নিহত জেলা জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রাক্তন সভাপতি আজিজুর রহমানের বাসায় যান।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। এ মন্ত্রণালয়ে একজন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন। সাবেক ছাত্র নেতা আমানউল্লাহ আমান। এ কারণে মন্ত্রীর চাপ কম। একটু রিলাক্সে আছেন। তিনি ৬ আগস্ট সন্ধ্যায় গিয়েছিলেন রিয়াল এ্যাডমিরাল

জিয়া যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় তখন একটি স্লোগান প্রচলিত ছিল, 'গরীব দেশে একি শুনি, মন্ত্রী নাকি কয়েক কুড়ি।' তখন মন্ত্রী সংখ্যা প্রায় দুই কুড়ির মতো হয়েছিল। সেই সময়ের তুলনায় বাংলাদেশের আয়তন বাড়েনি। ঐ অর্থে বাড়েনি সম্পদের পরিমাণও। জনগণ বেড়েছে। আর পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মন্ত্রীর সংখ্যা। প্রায় চার কুড়িতে গিয়ে ঠেকেছে। এ কারণে, অচিরেই হয়তো আমাদের স্থান হতে পারে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে।

মাহবুব আলী খানের মৃত্যুবার্ষিকী মিলাদ মাহফিলে। রাতে শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুকের ডিনারে তিনি যোগ দেন। তিনি ৭ আগস্ট সন্ধ্যায় দাউদকান্দি জনকল্যাণ সমিতির সভায় যান। তিলপাপাড়ার জনৈক আজিজ সাহেবের বাসায় যান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৮ আগস্ট মহাখালীর ইপিআই ভবনে বিকালে সাব নিডের উদ্বোধন করেন। সন্ধ্যায় যান মনেশ্বর রোডে মিলাদ মাহফিলে। ৯ আগস্ট তিনি চট্টগ্রামস্থ দাউদকান্দি জনকল্যাণ সমিতির সম্মেলনে যোগ দেন। সন্ধ্যায় যোগ দেন বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সমিতির সভায়। তবে এ সপ্তাহে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। বিয়েতে গেলেও ডিনার পার্টিতে যাননি। ৪ আগস্ট তিনি বন্যা ও ডেঙ্গুজ্বর পর্যালোচনা সভা করেছেন। সামান্য হলেও মানুষের দুঃখ তাকে তাড়িত করেছে বলে মনে হয়।

ডাক ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী আহসানুল হক মোল্লা ওরফে পঁচা মোল্লা গত মাসের ৩ জুলাই থেকে ৯ জুলাই সপ্তাহব্যাপী তার নির্বাচনী এলাকা সফর করেন। এ সফরকালে তিনি তার এলাকায় ৮টি পোস্ট অফিস উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধন করেছেন প্রাথমিক স্কুল, মাদ্রাসা ভবন। ৬ জুলাই দৌলতপুর সাংবাদিক সমিতির নতুন ফ্যাক্স মেশিনও তিনি উদ্বোধন করেন। পুরো সপ্তাহ তিনি ব্যস্ত ছিলেন গাছ লাগানো ও উদ্বোধন করতে। মন্ত্রণালয়ে পঁচা মোল্লার কোনো কাজ আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য পঁচা মোল্লা সরকার গঠনের প্রথমেই তার ছেলের সাংবাদিক পেটানোর ঘটনা নিয়ে বিব্রত হন। দুই বছর ধরে একটি টেলিফোন লাইনের পেছনে ঘুরে কুষ্টিয়ার একজন গিয়েছিলেন পঁচা মোল্লার কাছে একটি ফোন লাইনের জন্য। অনেক কষ্টে পঁচা মোল্লার দেখা পেলেন তিনি। ফোন লাইনের কথা বলতেই ভদ্রলোককে বললেন, 'ভাই আমি তো আপনারে টেলিফোন দিতে পারবো না। আমারে তো টেলিফোনের কোনো দায়িত্ব দেয় না। কোনো রিকমান্ডেশনেও কাজ হয় না। আমাকে ডাক বিভাগ দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে টেলিফোন নিয়ে যেন আমি মাথা না ঘামাই।' এই হচ্ছে পঁচা মোল্লার অবস্থা। পূজা উদযাপন কমিটি নিয়ে তিনি তখন মহাব্যস্ত। এভাবে একজনকে ব্যস্ত রেখে 'কষ্ট' দেবার প্রয়োজনটাই বা কি? অবশ্য সব 'প্রতি' এবং 'উপ'দের অবস্থা প্রায় একই।

বিগত শাসনামলগুলোতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একজন পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিল। এখন এ মন্ত্রণালয়ে তিনজন মন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহসানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু। এই তিন মন্ত্রীর মধ্যে এহসানুল হক মিলনকে ব্যস্ত বলে মনে হয়। আলোচনায় বা পত্রিকায় খবর হওয়ার জন্যে যা যা করা প্রয়োজন তার সবই তিনি করেন। মন্ত্রী ওসমানকে মনে হয় না তেমন কোনো কাজ করতে হয়। আর উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টুর কথা না হয় বাদই দিলাম। মন্ত্রী ওসমান ফারুক ৩ আগস্ট কিশোরগঞ্জ বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়েছিলেন। পরের দুই দিন সচিবালয়ে ছিলেন। ৬ আগস্ট বিকালে মন্ত্রীর ছেলের বৌভাত অনুষ্ঠিত হয়। বৌভাতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও উপস্থিত হয়েছিলেন। তার সঙ্গে সচিবালয়ে ৬ আগস্ট রাবেতা আল ইসলামের সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক জাফরী দেখা করেন। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সচিবালয়ে ৮ আগস্ট দেখা করেন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য জোটের প্রতিনিধিরা। বিকালে কারমাইকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি যোগ দেন।

> 'সৎ', 'যোগ্য' একজন মন্ত্রীই এই মন্ত্রণালয় চালানোর জন্যে যথেষ্ট। যদিও 'সৎ' এবং 'যোগ্য' দু'টি গুণ একসঙ্গে কোনো রাজনীতিবিদের মধ্যে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে যদি শুধু 'যোগ্য' একজনের হাতেও এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিলে এর চেয়ে ভালো ছাড়া খারাপ চলবে না। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাস। মাত্র এগার জন লোক সবগুলো মন্ত্রণালয়ই সচল রাখেন এবং জাতীয় নির্বাচনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজও সঠিকভাবে সম্পন্ন করেন

পাটমন্ত্রী মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এখন ব্যস্ত আদমজী জুট মিলের পরিত্যক্ত সম্পত্তির হিসাব নিয়ে। তিনি ৭ আগস্ট সকালে সচিবালয়ে আদমজী জুট মিলের পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘসময় বৈঠক করেন। ৮ আগস্ট জিএমজি বিমানযোগে বরিশালে যান। দুই দিন সফরে তিনি করেছেন মিটিং আর উদ্বোধন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী খুরশিদ জাহান হক ওরফে চকলেট আপা ৮ আগস্ট মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে মহিলাদের মধ্যে অনুদান বিতরণ করেছেন। তিনি ৬ আগস্ট আন্তর্জাতিক মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

প্রযুক্তি তথ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন ড. মঈন খান। বিএনপিতে তিনি বিনয়ী, ভদ্র হিসেবে পরিচিত। এ কারণে তিনি না করতে পারেন না। হয়তো এজন্যই নাম জানা, না জানা নানা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে তাকে যেতে হয়। জিয়া শিশু একাডেমী শেরাটনে সাংবাদিকদের সম্মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মঈন খান অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন। তিনি ৭ আগস্ট সাক্ষাৎ করেছেন কোরিয়ান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। তিনি ৮ আগস্ট যন্ত্রকৌশল বিভাগের কর্মশালার সনদপত্র বিতরণ করেন।

ব্যস্ত বন ও পরিবেশ মন্ত্রী শাহাজাহান সিরাজ। পলিথিন, সিএনজি, ডেঙ্গু, পরিবহন সব সেমিনারেই তিনি আসেন। পরিবেশ মন্ত্রী ১৯ আগস্ট সকাল ও বিকালে দুই সময়ই ব্যস্ত ছিলেন বিবাহোৎসবের আমন্ত্রণে। দুপুরে তিনি বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন করেন। বনের অনিয়মে নানা অভিযোগ থাকলেও তিনি পলিথিন বন্ধ করে বিপ্লব করেছেন বলে দাবি করেন। তার নানা ধরনের সেমিনারের টিভি ও পত্রিকার কভারেজের ব্যবস্থা করতে নাভিশ্বাস উঠছে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমান। গত ১০ আগস্ট থেকে ১৮ আগস্ট এক সপ্তাহে তিন বার গিয়েছেন ঢাকার বাইরে। তিনি বিমানযোগে ১০ আগস্ট যশোর গিয়েছিলেন। সেখান থেকে নড়াইলে। এদিন তিনি তিন দিনব্যাপী এস.এম সুলতান মেলা উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু। তিনি ১১ আগস্ট সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর রবীন্দ্র কাচারিবাড়ি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য পরিদর্শন করেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী ইকবাল এইচ মাহমুদ। তিনি ১৩ আগস্ট যান বরিশালে। পাবলিক লাইব্রেরি ভবনে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে।

পনেরো দিনব্যাপী মন্ত্রীদের কার্যবিবরণী থেকে গঠনমূলক কাজ পাওয়া গেছে সামান্য। এগুলোই যদি মন্ত্রীদের প্রধান কাজ হয়ে থাকে তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয় এতো বড় মন্ত্রিসভার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। এই কাজগুলো করার জন্যে রাষ্ট্রের অর্থ খরচ করে মন্ত্রী পোষার প্রয়োজন কী? বিয়ে, ডিনার পার্টি আর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে আর যাই হোক এতো বিশাল মন্ত্রিসভার প্রয়োজন আছে সেটা কোনোভাবেই প্রমাণ করে না। জিয়া যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় তখন একটি স্লোগান প্রচলিত ছিল, 'গরীব দেশে একি শুনি, মন্ত্রী নাকি কয়েক কুড়ি।' তখন মন্ত্রী সংখ্যা প্রায় দুই কুড়ির মতো হয়েছিল। সেই সময়ের তুলনায় বাংলাদেশের আয়তন বাড়েনি। ঐ অর্থে বাড়েনি সম্পদের পরিমাণও। জনগণ বেড়েছে। আর পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মন্ত্রীর সংখ্যা। প্রায় চার কুড়িতে গিয়ে ঠেকেছে। এ কারণে, অচিরেই হয়তো আমাদের স্থান হতে পারে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে।

সরকারি সবক'টি প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত জনবলের কথা আমাদের সবারই জানা।

অতিরিক্ত শ্রমিক সংখ্যা আদমজী বন্ধ হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশ বিমানের উড়োজাহাজের সংখ্যা দশ বারোটি। তারমধ্যে তিন চারটি সবসময় নষ্ট থাকে। কিন্তু কর্মচারির সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্স বিমানের সংখ্যা একশ'র উপরে। অথচ তাদের কর্মচারির সংখ্যা হাজার দেড়েক। কত কম লোক দিয়ে কত কাজ বেশি কাজ করা যায় শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্স তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের শিক্ষা বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে দু'তিন জন করে মন্ত্রী থাকার কোনো প্রয়োজন কী? 'সৎ', 'যোগ্য' একজন মন্ত্রীই এই মন্ত্রণালয় চালানোর জন্যে যথেষ্ট। যদিও 'সৎ' এবং 'যোগ্য' দু'টি গুণ একসঙ্গে কোনো রাজনীতিবিদের মধ্যে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে যদি শুধু 'যোগ্য' একজনের হাতেও এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিলে এর চেয়ে ভালো ছাড়া খারাপ চলবে না। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাস। মাত্র এগার জন লোক সবগুলো মন্ত্রণালয়ই সচল রাখেন এবং জাতীয় নির্বাচনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজও সঠিকভাবে সম্পন্ন করেন। তার মানে এ দেশে যোগ্য ব্যক্তি আছে। হয়তো নেই যোগ্য রাজনীতিবিদ, যিনি একা তিনটি মন্ত্রণালয় চালাতে পারেন। অবশ্য এমন বিবেচনা থেকে মন্ত্রণালয়ের দপ্তর বন্টন হয় না। এর পেছনে থাকে অসংখ্য জটিল হিসাব। এ হিসাব এতোটাই জটিল যে জোট সরকার বঙ্গভবনে মন্ত্রীদের শপথ নেবার তিন-চার ঘণ্টা আগেও সঠিক সংখ্যা ঠিক করতে পারেনি। তাই তো বঙ্গভবনে সদ্য মন্ত্রীদের গাড়ি নিয়ে সংকট দেখা দেয়।

এখন প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক আমরা একজনের জায়গায় তিনজন মন্ত্রী রাখছি কেন? অবশ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তুলনায় একজনের জায়গায় আটজন রাখা হচ্ছে। উত্তরটাও স্বাভাবিক। আদমজীতে যে কারণে রেখেছিলাম, বিমানে যে কারণে রাখছি, সে কারণেই রাখছি মন্ত্রিসভায়ও। বাঙালি নরম মনের মানুষ। আমরা কারো মনে কষ্ট দিতে চাই না। সবাইকে খুশি করতে চাই। জোট সরকারের ভেতরে তিন-চারটি পক্ষ বা গ্রুপ রয়েছে। তাদের সবাইকে খুশি করতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। এ কারণেই মন্ত্রিসভা এমন অবিশ্বাস্য রকমের বিশাল।

জনগণের সম্পদ অপচয়ে রাজনীতিকদের কিছু যায় আসে না। তারা সবাইকে খুশি রেখে দল চালাতে পারছেন সেটাই বড় কথা! দেশে বন্যা দুর্গতরা অমানবিক জীবনযাপন করছে। বন্যার্তদের পাশে মন্ত্রীরা নেই। বাড়ছে দ্রব্যমূল্য, সন্ত্রাস। নানা কারণে জনজীবন অতিষ্ঠ। এ সমস্যা সমাধানে মন্ত্রীদের যেন কিছুই করার নেই। মানুষের কষ্ট তাদের স্পর্শ করে না।

তারা এখন মহাব্যস্ত। এবং এই মহাব্যস্ততা যেন প্রধানমন্ত্রীর চোখে পড়ে সেজন্যও তারা সর্বক্ষণ চিন্তিত। এ কারণে বিটিভির ক্যামেরাম্যানদের তোয়াজেও তারা সময় দেন। একজন পূর্ণ মন্ত্রী এবং বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান কভারের দায়িত্বে নিয়োজিত ক্যামেরাম্যানকে অভিযোগের সুরে বলেন, 'একনেকের বৈঠকে তুমি তো শুধু অমুককে (চট্টগ্রামের এক প্রতিমন্ত্রী) ক্লোজআপ দেখাও। আমাকে তো দেখাও আরো দুই জনের সঙ্গে।'

যাদের চিন্তা-ভাবনা এমন তাদের থেকে আর কীই বা আশা করা যায়।

অবশেষে নির্বাচনে ভরাডুবি, মামলা

দল ক্ষমতায় যাবার পরই নির্বাচিত সংসদ সদস্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন মন্ত্রী হবার জন্য। মন্ত্রী পদটি পাওয়া মানেই যেন সোনার কাঠি হাতে পাওয়া। মন্ত্রী হলেই বিশাল রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার মাঝে ডুবে থাকেন। ব্যস্ত থাকেন সামাজিক পদমর্যাদাসম্পন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। ডিনার পার্টিতে যেতে। জনগণকে দেন উদ্বোধনের মিথ্যা আশ্বাস। সারা জীবনের জন্য নিজের আখের গোছাতে বেছে নেন অনৈতিক পথ। ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করেন নিকটাত্মীয়দের। ক্রমেই মন্ত্রী জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পাঁচ বছর পর পরিণতি হয় নির্বাচনে ভরাডুবি। রুটিন হয়ে দাঁড়ায় আদালতে দুর্নীতি দমন ব্যুরো, এন্টি করাপশনের মামলায় হাজিরা দেয়ার। প্রকাশিত হয় দুর্নীতির শ্বেতপত্র। বিগত বিএনপি শাসনামলে দুর্নীতির দায়ে কৃষিমন্ত্রী মাজিদুল হক অভিযুক্ত হন। তাকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। নির্বাচনে ভরাডুবি হয় বিএনপি মন্ত্রিসভার দুই-তৃতীয়াংশ মন্ত্রীর। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দুর্নীতি দমন ব্যুরো তাদের ওপর একের পর এক মামলা দিতে থাকে। একই চিত্র দেখা দেয় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীদের। এখন মামলা চলছে প্রায় সকল মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। আদালতে হাজিরা দেয়া এখন একমাত্র তাদের কাজ। বর্তমান সরকারের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগ। নৌপরিবহন মন্ত্রী কর্নেল আকবরের বিরুদ্ধে ডেনিস দূতাবাস দুর্নীতির অভিযোগ এনে সাহায্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে। গম কেলেঙ্কারি খাদ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ্ আল নোমানের ভাবমূর্তি প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

রাজনীতিবিদ বা মন্ত্রীদের দুর্নীতির বিষয়টি নিয়ে এখন আর সাধারণ মানুষের মনে কোনো সন্দেহ নেই। বিষয়টি এখন ওপেন সিক্রেট। দুর্নীতি করে রাজনীতিবিদরা। তারচেয়ে বেশি করে আমলারা। নাম হয় রাজনীতিবিদদের। শাস্তি না হলেও রাজনীতিবিদদের নামে মামলা হয়। কিন্তু আমলারা থেকে যায় চোখের আড়ালে। তাদের নামে মামলাও হয় না। তাদের দুর্নীতির কথা মানুষ জানেও না। এর কারণ কী? এক কথায় উত্তর রাজনীতিবিদরা অযোগ্য। আর আমলারা চতুর-ধুরন্ধর। রাজনীতিবিদদের অযোগ্যতার কারণেই একজনের জায়গায় তিনজন দিয়েও কাজ হয় না।

একটি সরকারের পাঁচ বছর দেশ পরিচালনা করতে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের জন্য প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এই বিপুল অর্থ ব্যয় করে বিগত দিনে ছয়টি দীর্ঘমেয়াদি সরকার দেশ পরিচালনা করছে। তারা কথায় ভাসিয়ে দিয়েছে উন্নয়নের জোয়ারে। হিসাবের খাতায় এসেছে শূন্য। ইউএনডিপির এ বছরে প্রকাশিত মানব উন্নয়ন জরিপে বাংলাদেশের স্থান এখন ১৪৫তম। আফ্রিকার যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলোর কেবল ওপরে। দুর্নীতিতে এ দেশ এখন সবার শীর্ষে। ট্রান্সপারেন্সি অব ইন্টারন্যাশনালের এ বছরে জরিপে দেখা গেছে, দুর্নীতির কারণে গত অর্থবছরে দুই হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। দেশের এই ক্রমঅবনতিশীল পরিস্থিতিতে কি এ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কোনো দায়ভার নেই? মন্ত্রীদের কি দেশের করুণচিত্র স্পর্শ করে না?

স্পর্শ করলে তারা ডিনার পার্টিতে যেতেন না। দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে অহর্নিশ কাজ করতেন। কাজ করার চেষ্টা করতেন।

তারা এখন মহাব্যস্ত। এবং এই মহাব্যস্ততা যেন প্রধানমন্ত্রীর চোখে পড়ে সেজন্যও তারা সর্বক্ষণ চিন্তিত। এ কারণে বিটিভির ক্যামেরাম্যানদের তোয়াজেও তারা সময় দেন। একজন পূর্ণ মন্ত্রী এবং বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান কভারের দায়িত্বে নিয়োজিত ক্যামেরাম্যানকে অভিযোগের সুরে বলেন, 'একনেকের বৈঠকে তুমি তো শুধু অমুককে (চট্টগ্রামের এক প্রতিমন্ত্রী) ক্লোজআপ দেখাও। আমাকে তো দেখাও আরো দুই জনের সঙ্গে।'